ভোরের কাগজ

APR. 03 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে অনার্স পরীক্ষার ফলাফল পুনর্নির্ধারণের আবেদন

আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৯৪ সালের সনাতন অনার্স পরীক্ষায় সরকারি জগন্নাথ কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স বিষয়ে ৩৪৮ নম্বর পেয়ে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত হই। আমার রোল নং- ৪৮১, রেজিঃ ২০৯২, শিক্ষাবর্ষ- ১৯৯১-৯২। পরে ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৯৫ সালের অনার্স পরীক্ষায় মান-উন্নয়ন পরীক্ষার্থী হিসেবে অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আমার মান-উন্নয়ন রোল নং- ১১৮৮, রেজিঃ নং- ২০৯২, শিক্ষাবর্ষ- ১৯৯১-৯২। উক্ত পরীক্ষায় আমি সর্বমোট ৩৯৪ নম্বর পাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত পিকআপ সিস্টেম অর্থাৎ ১৯৯৫ এবং ১৯৯৪ উভয় পরীক্ষায় প্রতি পত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে আমার ফলাফল নিরূপণ না করে কেবল মাত্র ১৯৯৫ সালের মান-উন্নয়ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে আমাকে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

উভয় পরীক্ষায় প্রতি পত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর হিসেবে আমার ফলাফল নিরূপণ করা হলে আমার প্রাপ্ত নম্বর দাঁড়ায় ৩৯৬ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহ নম্বর ০৯সহ আমার মোট নম্বর হয় ৪০৫। সে অনুযায়ী আমার তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টির জন্য ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ পরীক্ষা এবং পিকআপ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বরের বিবরণী নিম্নে প্রদান করলাম :

১৯৯৪ সালে প্রাপ্ত নম্বর : প্রথম পত্র- ৪৯, দ্বিতীয় পত্র- ৩২, তৃতীয় পত্র- ৪০, চতুর্থ পত্র- ৩২, পঞ্চম পত্র- ৪৩, ষষ্ঠ পত্র- ৪০, সপ্তম- ৪৩, অষ্টম- ২৮, টিউটোরিয়াল ও মৌখিক- ৪১ মোট = ৩৪৮

১৯৯৫ সালে প্রাপ্ত নম্বর : প্রথম পত্র- ৪৯, দ্বিতীয় পত্র- ৪৬, তৃতীয় পত্র- ৪৪, চতুর্থ পত্র- ৩৭, পঞ্চম পত্র- ৪২, ষষ্ঠ পত্র- ৪১, সপ্তম- ৪২, অষ্টম- ৪৪, টিউটোরিয়াল ও মৌখিক- ৪৯ মোট = ৩৯৪

পিক-আপের প্রাপ্ত নম্বর : প্রথম পত্র- ৪৯, দ্বিতীয় পত্র- ৪৬, তৃতীয় পত্র- ৪৪, চতুর্থ পত্র- ৩৭, পঞ্চম পত্র- ৪৩, ষষ্ঠ পত্র- ৪১, সপ্তম- ৪৩, অষ্টম- ৪৪, টিউটোরিয়াল ও মৌখিক- ৪৯ মোট= ৩৯৬+৯ = ৪০৫।

মানবিক কারণে ১৯৯৫ এবং ১৯৯৪ উভয় পরীক্ষায় প্রতি পত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে আমার ইংরেজি অনার্স পরীক্ষার ফলাফল পুনর্নির্ধারণ করে 'দ্বিতীয়' শ্রেণীপ্রাপ্ত হিসেবে সংশোধিত মার্কশিট ও সনদপত্র প্রদান করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।

মুহাম্মদ আসিফ সাদেক
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
তেজগাঁও কলেজ।